ভোরের কাগজ

তারিখ ২৯ JAN 2006
পৃষ্ঠা ৭৪ কলাম ৭

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুরা

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে অনেক শিশু

জাত লতিফ

রকার প্রাইমারি শিক্ষাকে
ধ্যতামূলক করলেও টাঙ্গাইলের
ীপুর উপজেলায় এ শিক্ষার আলো
কে বঞ্চিত শিশুদের সংখ্যা দিন দিন
ড়েই চলেছে। যে বয়সে বই নিয়ে
ে যাওয়ার কথা ঠিক সে বয়সেই
সব ঝরে পড়া শিশুরা ক্ষেতখামারে
জ করে, রিকশা, ঠেলাগাড়ি চালিয়ে
ংবা হোটেলে কাজ করে জীবিকা
র্বাহ করছে। আবার অনেককে
খা যায় খেকিপূর্ণ বিভিন্ন পেশায়
ীপুর উপজেলায় মোট ৭০টি
রকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং
৫টি রেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়
য়ছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসে
গাযোগ করা হলে শিক্ষা অফিসার
ফিউল ইসলাম ভোরের কাগজকে
নান, ২০০৫ সালের প্রাথমিক
দ্যালয়ে ভর্তিযোগ্য ৬-১০ বছর
য়সী শিশুর সংখ্যা ৩১ হাজার ৫৫৪
ন, ভর্তি দেখানো শিশুর সংখ্যা ২৮
জার ৮৩৮ জন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে
র্তিযোগ্য শিশুর সংখ্যা ৭ হাজার
৩৭ জন, ভর্তি দেখানো হয়েছে ৬
জার ৩৭ জন। তৃতীয় শ্রেণীতে
ভর্তিযোগ্য শিশুর সংখ্যা ৬ হাজার ৩১৪ জন, ভর্তি দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ৮৩৭ জন। চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য শিশুর সংখ্যা ৫ হাজার ৪২৭ জন, ভর্তি দেখানো হয়েছে ৫ হাজার ৮৩ জন। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য শিশুর সংখ্যা ৫ হাজার ২১০ জন ভর্তি দেখানো হয়েছে ৪ হাজার ৪০৫ জনকে। সমীক্ষাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা কতো। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এসব শিশুর বাবা-মা অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোক। উপজেলার শতকরা ৮০ ভাগ লোক নিরক্ষর হওয়ায় ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভেস্তে যাচ্ছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির কথা সরকারিভাবে ঘোষিত হলেও তা পাচ্ছে মেধার ভিত্তিতে মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ শিশু। বাকিরা শুধু শুনে যাচ্ছে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বইখাতাসহ টাকাও দিচ্ছে। শিক্ষা অফিসার বলেন, উপজেলায় বেশীরভাগ লোক গরিব ও অশিক্ষিত হওয়ায় প্রাথমিক স্তরেই অনেক শিশু ঝরে পড়ে।